দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... JAN. 2 1 2000
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭ ......

52

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতারের জের॥ সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব॥ আজ ব্যবসায়ীদের হরতাল

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২০ জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা) ॥ ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতারের জের ধরে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বৃহস্পতিবার সারা দিন শহরে নারকীয় তাণ্ডব চালায়। দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন ও রেলস্টেশনের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। বিপুল সংখ্যক রিক্সাযাত্রী ও পথচারীকে মারধর করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই অরাজকতাকালে পুলিশ থানা থেকে বের হয়নি। থানা ঘেরাওয়েরও চেষ্টা চালিয়েছে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসের প্রতিবাদে টিএ রোডের ব্যবসায়ীরা তাৎক্ষণিক হরতাল ঘোষণা করে। সড়কে অবরোধ বসায়। তাৎক্ষণিক হরতাল শেষে ব্যবসায়ীরা শুক্রবার অর্ধদিবস হরতাল ডেকেছেন স্টেশন কর্মচারীরা দফায় দফায় হামলার প্রতিবাদ ও তাদের নিরাপত্তার দাবিতে কর্মবিরতির ঘোষণা দেয়। স্টেশনে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ফলে সকাল থেকে সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। রেল কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পরে উর্ধতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে জানা গেছে।

জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ছানাউল হক তপনকে সকালে শহরের মোড়াইলস্থ ফেনসিডিল সম্রাজ্ঞী সালেহা বেগমের আস্তানা থেকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় সালেহা ও আয়েশা খাতুনকে গ্রেফতার করা হয় ৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ। পুলিশ বলেছে, তপনের বিরুদ্ধে ৯টি মামলা আছে। ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতারের খবরে ছাত্রলীগ বিক্ষোভ করে। তারা রেল গেট অবরোধ ও গেটের চাবি ছিনতাই করে। পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশনে ব্যাপক হামলা ও ভাংচুর করে। স্টেশন মাস্টারসহ স্টেশন মাস্টার কক্ষ ভাংচুর ও তছনছ করে। ট্রেইন সিগন্যাল বোর্ড ভাংচুর করে মাটিতে ফেলে দেয়। ফলে ট্রেন চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। তখন সহস্টেশন মাস্টার প্রহৃত হন। জঙ্গী সশস্ত্র মিছিলটি টিএ রোডে এসে ২টি দোকান ও ৪টি টেম্পো ভাংচুর করে।